সংবাদ

তারিখ ....07 SEP 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

সাক্ষরতার হার ৬১ শতাংশ

৬৪ জেলায় ৪৫ লাখ মানুষকে সাক্ষর করার লক্ষ্য

সেবিকা দেবনাথ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অফ ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অফ বাংলাদেশ এসভিআরএস-২০১৩ জরিপের তথ্য অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) মোট ৬১ শতাংশ। এই হার ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক চার শতাংশ। তবে এখনও দেশের ৩৯ ভাগ মানুষ নিরক্ষর।

নিরক্ষরতা দূর করতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প নামক একটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

১৯৯১ সাল থেকে প্রত্যেক সরকার শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং বাজেটে বড় ধরনের বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারের ব্যর্থতার পেছনে বাজেটে কম বরাদ্দ দেয়ার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নমানের পরিকল্পনাকে দায়ী করেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের প্রধান মনোযোগ থাকার ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনেকাংশে উপেক্ষিত। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশেই অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

ইউনেস্কোর মতে, সাক্ষরতা হচ্ছে মাতৃভাষায় পড়ে বুঝতে পারা। লেখার মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে এবং দৈনন্দিন গৃহস্থালির আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারা। চলতি বছরের জুলাই মাসে প্রকাশিত বিবিএস-এর ওই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৪ দশমিক দুই শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬২ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ দশমিক আট শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৫৪ দশমিক তিন শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশে পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ১০-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ৮২ দশমিক ১৭ শতাংশ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে ৭৫ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এই হার ৭৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। সাত বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৪ দশমিক ১৯ শতাংশ, ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ এবং ২৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫২ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

দেশে সাক্ষরতার সাক্ষরতার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সাক্ষরতার : হার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হার বাড়াতে এবং শিক্ষায় ঝরেপড়া হার কমাতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গতকাল রোববার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সরকার উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিকে উপবৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৮ লাখ। এ সংখ্যা আরও ৫২ লাখ বাড়িয়ে শীঘ্রই এক কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জহির উদ্দিন জানান, বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও তহবিলসহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে নানা ধরনের অনিয়মের কারণে সরকার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার করে পুরো দেশের মানুষকে সাক্ষরতায় আলোয় আনতে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রকল্প নেয়া দরকার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ড. রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার যেটুকু বেড়েছে তার পেছনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ একটি বড় কারণ। নিরক্ষরতার কারণে মানব সক্ষমতার যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে এরই মধ্যে শিক্ষার চাহিদা তৈরি হয়েছে। তবে সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে প্রতিটি সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এজন্য স্থানীয় সরকার ও জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২০০২ সালে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ না করায় সাক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না বলে মনে করেন ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন সংস্থার ডেপুটি পরিচালক কেএম এনামুল হক। সাক্ষরতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষ ব্যুরোকে শক্তিশালী এ সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন প্রক্রিয়াকে ছড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সাক্ষরতা নিরূপণের নির্ণায়কগুলো আগে সঠিকভাবে চিহ্নিত ছিল না উ করে সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ আ ন স হাবিবুর রহ বলেন, সাক্ষরতার পরিসংখ্যান নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি উন্ন সংস্থার তথ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এখন সেই পার্থক্য অনেকটাই ক এসেছে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক দিক। কেননা সঠিক পরিসংখ্যান থাব এখন পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে। তবে আমাদের দেশে চল্লিশো ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার এখনও কম। এই হার বাড়াতে সারাদে কার্যক্রম পরিচালনা জরুরি। তবে কোন আইন বা জোর-জবরদস্তি করে আগ্রহের ভিত্তিতেই এই শিক্ষা দেয়ার পক্ষে মত দেন তিনি।